পানি পরিক্রমা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২২

‘হাওর অঞ্চলে টেকসই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় উপস্থিত পরিকল্পনা মন্ত্রী এমএ মান্নান, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুলহক শামীম ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, সব কিছু ছাপিয়ে উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ। যারা সরকারের বিরোধিতা করে তারাও অনুধাবন করে একথা। আমরা এমন একজন রাষ্ট্রনায়ক পেয়েছি যিনি খুবই কৌতূহলী।

তাঁর কৌতূহলেই আজকের পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলি টানেল এমনকি মহাকাশে স্যাটেলাইট। প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন, আপনারা বাস্তবধর্মী আইডিয়া দেন, তা বাস্তবায়নের পথ মসৃণ করবে বঙ্গবন্ধু কন্যা। হাওরের টেকসই উন্নয়নে পরিবেশের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করতে হবে। হাওরের সাথে খাদ্য উৎপাদন ও মৎস্য উৎপাদন রয়েছে যা সামগ্রিক রাষ্ট্রের উন্নয়নে অংশীদার। ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ রাজধানীর পানি ভবনের সম্মেলন কক্ষে “হাওর অঞ্চলে টেকসই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক কর্মশালায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএম রেজাউল মোস্তফা কামাল,অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আয়োজক ‘হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের’ প্রকল্প পরিচালক মো: আসাদুজ্জামান।

গেস্ট অব অনার পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী হাওরের জনগণের বিষয়ে সবসময়ই চিন্তা করেন।

প্রকৌশলীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এবছর আগাম বন্যায় হাওরাঞ্চলে ক্ষতির পরিমান কমানো সম্ভব হয়েছে। এবছর বন্যায় পাঁচ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, হাওরাঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার। কেবল ভূপ্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের কারণেই নয়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও সম্ভাবনার বিরাট স্থান জুড়ে আছে হাওর। হাওরের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। হাওরাঞ্চলের নদী ও খালগুলো খনন করা হলে পানি সহজে বের হয়ে যাবে, সময়মতো ফসলের আবাদ করা যাবে। বাংলাদেশের মোট ধান উৎপাদনের একটি বড় অংশ আসে হাওর থেকে। ভবিষ্যতে হাওরে টেকসই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হবে।

গেস্ট অব অনার পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম, এমপি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের রুপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় দেশে নদী ভাঙ্গন কবলিত এলাকা এক তৃতীয়াংশ কমেছে। দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে সবক্ষেত্রে সফল। এখন লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশের। হাওর অঞ্চলে বছরে প্রায় দুই থেকে পাঁচ হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। কৃষি উৎপাদনে, মৎস্য উৎপাদনে এবং অন্যান্য অ্যাকোয়াকালচার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রায়ও বৃষ্টিপাতের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশে হাওরের মানুষ পানিতে ডুবে থাকবে তা হতে পারে না। হাওরের তাৎপর্য তুলে ধরে হাওরের জন্য বাস্তবভিত্তিক স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজে তা বাস্তবায়ন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী হাওরের স্থায়ী সমাধান চান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার, পিএএ ও ড.আইনুন নিশাত, বিশিষ্ট পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ। কর্মশালায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন

উন্নয়নমূলক কাজ উদ্বোধনকালে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২২ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার হাবিলাশ দ্বীপ ইউনিয়নের ব্যাংক মাঠে 'চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ' শীর্ষক প্রকল্প উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রাম জোনের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলী প্রামানিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ১১ আসনের সংসদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদের হুইপ সামশুল হক চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক ফজলুর রশিদ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মিজানুর রহমান, বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মাহবুর রহমান এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে চট্টগ্রাম পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শিবেন্দু খাস্তগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ মোঃ মাহবুবুর রহমানসহ স্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক এমপি বলেন, এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে, অত্র উপজেলার বিস্তৃর্ণ অনাবাদি জমি কৃষির আওতায় আসবে এবং কৃষি, যোগাযোগ ও পর্যটন শিল্পে পটিয়ায় নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে। পটিয়া হবে আরেকটি শহর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দিনে দিনে এগিয়ে যাচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে অন্য দেশ যেখানে হিমসিম খেয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার সরকারের কারণে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২৬ টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে খালসমূহে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের পাশাপাশি বাড়তি পানি বের করে দেওয়া যাবে। ১১টি খালে ৩০.২০ কিঃমিঃ পুনঃখনন করে খালের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রস্তাবিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামোসমূহ নির্মাণ করার মাধ্যমে প্রায় ৩২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

এছাড়া ২.৯৫০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ, ২৫.৫১০ কিঃমিঃ বাঁধ ও ৪.১০০ কিঃমিঃ ফ্লাডওয়াল নির্মাণ করার মাধ্যমে নদী ভাঙন রোধ করে আগাম বর্ষায় আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যা হতে প্রকল্প এলাকার প্রায় ১৩৫০০ হেক্টর জমির ফসল রক্ষা পাবে। প্রকল্পের আওতায় চান্দখালী খালের উপর একটি সেতু নির্মাণ করার মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেললাইনের খান মোহনা এবং ধলঘাট ষ্টেশনের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে এবং বেড়ী বাঁধের দুপাড়ে বসবাসকারী স্থানীয় জনগণের যোগাযোগের নতুন মাধ্যম তৈরী হবে । উক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র পটিয়া উপজেলার ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সারা বৎসর সেচ কার্যক্রম চালু রেখে রবি, খরিফ ও বোরো ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা যাবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মিঠা পানির মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পাবে এবং খাল পুনঃ খননের মাধ্যমে প্রাকৃতিক মাছের বিচরণ সহজ হবে। এলাকাটির বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষা পাবে। এছাড়া অপরিকল্পিত শিল্পায়ন থেকে রক্ষা পেয়ে সমগ্র পটিয়া ও আশেপাশের উপজেলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক নির্দেশনা অনুযায়ী চাষাবাদের আওতায় আসবে যা দেশের কৃষিজ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে

উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম, এমপি

মতবিনিময় সভায় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, দেশের প্রথম শতবর্ষী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রণী ভূমিকা রাখার সুযোগ গৌরবের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে আরও যোগ্য হতে হবে।

ডেল্টাপ্ল্যানের সিংহভাগ কাজই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্পন্ন করবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার শাখাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। অত্যাধুনিক মেশিন ব্যবহার করতে হবে। কাজের গুণগত মান ঠিক রাখতে হবে। নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সঠিকভাবে তদারকি করতে হবে।

কোনো ক্ষেত্রেই অনিয়ম ও গাফিলতি করা যাবে না। অর্থ সাশ্রয় করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। কর্মকর্তাসহ সবাইকে নিজ নিজ স্থান থেকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তাহলেই বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ ও ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়ন হবে।

১৮ ডিসেম্বর ২০২২ নারায়ণগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজার পরিদপ্তর পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহাপরিকল্পনা ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন হলে এসব সমস্যা আর থাকবে না। এসব প্রকল্পের সিংহভাগই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সম্পন্ন করবে। বাংলাদেশের ইতিবাচক পরিবর্তনের অগ্রনায়ক শেখ হাসিনা। তাঁকে ঘিরে সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখে বাংলাদেশ।

তিনি আগামী প্রজন্মকে নিয়ে ভাবেন বলেই মহাপরিকল্পনা ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ প্রণয়ন করেছেন এবং বাস্তবায়নে কাজ করে চলছেন। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশে আর কোনো নদীভাঙ্গন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্রাকৃতিক দূর্যোগ থাকবে না। তাই এ অভীষ্ঠ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সবাইকে কাজ করতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডর অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব) জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আজিজুর রহমান, পানিসম্পদ উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব (উপ সচিব) মো. মোবাশশেরুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. মঞ্জুরুল হাফিজ, পুলিশ সুপার গোলাম মোস্তফা রাসেল প্রমুখ। এর আগে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন। পরে উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীমের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এঁর বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন পানি সম্পদ সচিব নাজমুল আহসান

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নব নিযুক্ত সচিব নাজমুল আহসান গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এস এম রেজাউল মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক পশ্চিম রিজিয়ন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, ফরিদপুর জোনের প্রধান প্রকৌশলী এম এ হান্নান, ফরিদপুর পওর সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সৈয়দ সাহিদুল আলম, গোপালগঞ্জ পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ ফাইজুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি গোপালগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চলমান উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহবুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) মোঃ আব্দুল মতিন সরকার টুংগীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এ সময় তাঁরা কিছুক্ষণ নিরবে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং জাতির পিতার রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন।

বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের শ্রদ্ধা নিবেদন

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

জাতীয় স্মৃতিসৌধে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী ফজলুর রশিদ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মিজানুর রহমান, রেজাউল মুস্তফা কামাল, সৈয়দা সালমা জাফরিন, বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণসহ মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

প্রকৌশলী মোঃ মাহবুর রহমান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নতুন মহাপরিচালক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

প্রকৌশলী মোঃ মাহবুর রহমান

প্রকৌশলী মোঃ মাহবুর রহমান ০১ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি উক্ত বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বিভিন্ন পদে দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করে বোর্ডের সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করেন।

চাকরিজীবনে তিনি তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, নকশা, পরিকল্পনা, খুলনা-যশোর নিষ্কাশন প্রকল্প, গঙ্গা ব্যারেজ সমীক্ষা প্রকল্প, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পসহ সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্য ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৪ বছর চাকরিকালীন তিনি চীন,অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ড ও থাইল্যান্ডে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে সাফল্য অর্জন করেন এবং অর্জিত জ্ঞান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নে সফলভাবে প্রয়োগ করেন।

প্রকৌশলী মোঃ মাহবুর রহমান ১৯৬৪ সালে দিনাজপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন,বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন ফেলো।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দের যোগদান

মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

প্রকৌশলী মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার ০১ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি দক্ষিণাঞ্চল, বাপাউবো, বরিশালে প্রধান প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বিভিন্ন পদে দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন।

চাকরিজীবনে তিনি তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, নকশা, পরিকল্পনা, খুলনা-যশোর নিষ্কাশন প্রকল্প, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পসহ সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্য ও দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৫ বছর চাকরিকালীন তিনি ভিয়েতনাম ও ইতালিতে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে সাফল্য অর্জন করেন এবং অর্জিত জ্ঞান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নে সফলভাবে প্রয়োগ করেন। প্রকৌশলী মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার ১৯৬৪ সালে গাইবান্ধা জেলার এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন ফেলো।

মোঃ রমজান আলী প্রামানিক

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলী প্রামানিক ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) পদে যোগদান করেন। উক্ত পদে যোগদানের পূর্বে তিনি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, চট্টগ্রামে প্রধান প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে তৎকালীন বিআইটি, রাজশাহী (বর্তমানে রুয়েট) থেকে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১ম শ্রেনীতে ১ম স্থান অধিকার করে আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্টের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে ভারত সরকারের স্কলারশীপে IIT, Roorkee, India থেকে এম. ইঞ্জিনিয়ারিং (হাইড্রোলজি) ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বোর্ডের তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, রংপুর; নকশা, খুলনা-যশোর নিষ্কাশন প্রকল্প, মুহুরী ইরিগেশন প্রকল্প, ফেণী; কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প, সুনামগঞ্জে হাওড় অঞ্চলসহ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নদী তীর সংরক্ষণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৪ বছর চাকুরিকালীন সময়ে তিনি দক্ষিণ কোরিয়া, পর্তুগাল, ভিয়েতনাম ও ভারতে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রকৌশলী মোঃ রমজান আলী প্রামানিক ১৯৬৪ সালে নওগাঁ জেলার রাণীনগর উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন ফেলো।

মোঃ আব্দুল মতিন সরকার

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল মতিন সরকার ০১ জানুয়ারি ২০২৩ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্বরিজিয়ন) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকায় প্রধান প্রকৌশলী পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে যোগদান করে বিভিন্ন পদে দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন।

চাকরিজীবনে তিনি পরিকল্পনা, ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প, গোড়ানচাট বাড়ী পাম্প হাউজ নির্মাণ পানি ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পসহ সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে সাফল্য ও দক্ষতার সহিত দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে দীর্ঘ ৩৪ বছর চাকরিকালীন তিনি শ্রীলঙ্কা, নেদারল্যান্ডস, চায়না ও ইতালিতে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে সাফল্য অর্জন করেন এবং অর্জিত জ্ঞান বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নে সফলভাবে প্রয়োগ করেন। প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল মতিন সরকার ১৯৬৪ সালে গাইবান্ধা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB) এর আজীবন ফেলো।

যশোর জেলার ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে উদ্ভাবনী উদ্যোগ
Elevated Flow

মোঃ তাওহীদুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
যশোর প ও র বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ ডেল্টা প্যান ২১০০ এ জলাবদ্ধতাকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগজনক সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যশোর জেলার ভবদহ ও এর তৎসংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতার বিস্তৃতি অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর ও সদর উপজেলার আংশিক অংশে। এ এলাকার উল্লেখযোগ্য নদী সিষ্টেম হলো মুক্তেশরী-টেকা-হরি ও আপারভদ্রা-হরিহর-বুড়িভদ্রা। আলোচ্য অঞ্চলের বৃষ্টির পানি ও উজানের বাহিত পানি উল্লেখিত নদী সিষ্টেম ও এর সাথে সংযুক্ত খালের মাধ্যমে ভাটিতে নিষ্কাশিত হয়। মুক্তেশ্বরী-টেকা-হরি ও আপারভদ্রা-হরিহর-বুড়িভদ্রা নদী সিষ্টেম দুটি কেশবপুর উপজেলার কাশিমপুরে মিলিত হয়েছে এবং মিলিত প্রবাহ তেলিগাতি-গ্যাংরাইল নামে শিবসা নদীতে পতিত হয়েছে। ভবদহ এলাকা মূলত একটি নিচু বিল সমন্বিত ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক। এখানকার স্বাভাবিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা বঙ্গোপসাগরের জোয়ার ভাটা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শুষ্ক মৌসুমে জানুয়ারি হতে মে পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকার নদী সিস্টেম দ্বারা জোয়ার ভাটার মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ পলি ও লবণ আসে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যা, লবণ পানি প্রবেশ রোধ, খাদ্য এবং আবাসন ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন এর জন্য উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের আওতায় ষাট এর দশকে পোল্ডার ২৪ ও ২৫ নির্মাণ করা হয়। পোল্ডার নির্মাণের ফলে জমিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ১৯৭৪ সালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পর পদ্মা নদীর পানি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অংশের নদীগুলোতে প্রবাহের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে যায়। স্বাদু পানির মাধ্যমে পোল্ডার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নদীগুলোতে সাগর হতে আগত পলিগুলোকে ধুয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া এতে ব্যহত হতে শুর করে। কালের পরিক্রমায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এলাকাসমূহের নদীগুলোর উৎসসমূহ পদ্মা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে স্বাদু পানি প্রবাহ আসা বন্ধ হয়ে যায় ফলে পানি পরিবহণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যহত হয় এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলো সাগরবাহিত পলি দ্বারা ভরাট হতে শুরু করে।

ফলে দিন দিন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোতে লবণাক্ততা বাড়তে শুরু করে এবং পলি পতনের হার বৃদ্ধি পায়। IWM কর্তৃক ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতার সমস্যা সমাধান-কল্পে প্রণীত " Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Long Term Schedule of Drainage Problems in the Bhabodah Area" প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধু এক শুকনা মৌসুমেই মাঠ পর্যায়ের ডাটা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, (জানুয়ারি-এপ্রিল) হরি নদীর খর্ণিয়া ব্রীজ হতে ভবদহ পর্যন্ত (১৯.০০কিঃমিঃ) দৈর্ঘ্যে ১.২০ মিলিয়ন টন (৫ লক্ষ ঘনমিঃ)পলি জমা হয়। ভবদহ এলাকায় অবস্থিত হরি নদীতে সেডিমেন্টেশন এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (BUET) অন্তর্ভুক্ত ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার এন্ড ম্যানেজমেন্ট (IWFM) এ REACH প্রকল্পের অধীনে একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে । উক্ত গবেষণার অধীনে হরি নদী থেকে শিবসা নদী পর্যন্ত বিভিন্ন মৌসুম পানিতে পলির ঘনত্ব, এবং পানির সমতল এর ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে । পানির সমতল তথ্য পর্যালোচনা করে শিবসা নদী হতে উজানের দিকে জোয়ার এবং ভাটার সময়ের অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে । অসামঞ্জস্যতা শিবসা নদী থেকে উপরের দিকে ক্রমেই বাড়তে থাকে। শিবসা নদীতে যেখানে জোয়ার এবং ভাটার সময়ের ব্যবধান ১.৫ ঘণ্টা সেখানে হরি নদীতে জোয়ারের সময় শুধু মাত্র ৩ ঘন্টা এবং ভাটার সময় ৯.৫ ঘণ্টা। অর্থাৎ হরি নদীতে জোয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যে আসে এবং জোয়ারের পানি অধিক সময় ধরে হরি নদীতে অবস্থান করে , যা Tidal Asymmetry নামে পরিচিত সংগ্রহকৃত শুকনো মৌসুমের পলির ঘনত্ব পর্যালোচনা করে দেখা যায় জোয়ার অল্প সময়ের জন্য হলেও এই সময় পলির ঘনত্ব অনেক বেশি, গড়ে প্রায় ২৬৪৮ মিলিগ্রাম/লিটার এবং ভাটার সময় যেহেতু পানি লম্বা সময় নদীতে অবস্থান করে সেহেতু পানিতে অবস্থিত পলি নদীবক্ষে পতিত হয় এবং ভাটার পানি ফিরে যাওয়ার সময় পলির ঘনত্ব অনেক কম থাকে গড়ে প্রায় ৮৯৫ মিলিগ্রাম/লিটার । দেখা গেছে শুকনো মৌসুমে একটি পূর্ণাঙ্গ টাইডাল সাইকেলে ৯৬৬ টন পলি প্রবেশ করে অথচ ভাটার সময় ২৬৬ টন পলি ফিরে যায়, অর্থাৎ ৭৬% পলি নদীবক্ষে পতিত হয়। বর্ষা মৌসুমে পলির ঘনত্ব শুকনো মওসুমের থেকেও অনেক বেশি। জোয়ারের সময় পলির ঘনত্ব গড়ে প্রায় ৫২৪৭ মিলিগ্রাম/লিটার আর ভাটার সময় পলির ঘনত্ব গড়ে প্রায় ৩৯৬৫ মিলিগ্রাম/লিটার। বর্ষা মৌসুমে একটি পূর্ণাঙ্গ টাইডাল সাইকেলে ৩১৪৪ টন পলি প্রবেশ করে এবং ভাটার সময় ১৫১১ টন পলি ফিরে যায়, অর্থাৎ ৫২% পলি নদীবক্ষে পতিত হয়। প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ভাটায় সারা বছর সম্পূর্ণ নদীতে কি পরিমাণ পানি প্রক্ষেপিত হয় তা সহজেই অনুমেয়। ফলে নদীর নাব্যতা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব এবং প্রতিনিয়ত Maintenance Dredging করেও নদীর নাব্যতা বজায় রাখা অনেক ব্যয়বহুল ও অর্থের অপচয়ের সামিল। তাছাড়া Sea Level Rise এর কারণে Saline Water Intrusion এর মত Silt Intrusion এর মাত্রাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বছরের পর বছর এ সমস্যা অব্যাহত হওয়ায় দক্ষিণ-পশ্চমিাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগরেহাট ও যশোর অঞ্চলরে জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করে । একারনে শুষ্ক মৌসুমে ভদ্রা-তেলিগাতি নদীর মাধ্যমে সাগর হতে প্রচুর পলি বাহিত হয়ে হরি-টেকা-মুক্তশ্বেরী নদী ও আপারভদ্রা-হরিহর, বুড়িভদ্রা নদী ও এর সংযুক্ত খালগুলোর তলদেশে নিক্ষেপিত হয়ে ভরাট হয়ে যায় এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ১৯৮৪ সালে সর্বপ্রথম ভবদহ অঞ্চলে নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যহত হয়ে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। বাপাউবো এর পক্ষ হতে একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও স্থানীয় বিভিন্ন জটিলতার কারণে শতভাগ জলাবদ্ধতা নিরসন করা সম্ভব হয়নি।

অত্র এলাকার জনসাধারণের আয়ের প্রধান উৎস্য মাছ চাষ। মৎস্য অধিদপ্তরের সূত্রমতে বর্তমানে জলাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মনিরামপুর ও অভয়নগর উপজেলায় ২০১৯-২০ সালে যথাক্রমে ৩৮১১৫ ও ২৯৫৭৫ মেঃ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। এলাকার জনসাধারণ একই জমিতে মাছ চাষ এবং ধান চাষ করতে অভ্যস্থ। মাছ চাষ করতে সাধারণত নিচু জমি দরকার অপরদিকে ধান চাষ করতে অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি দরকার। কিন্তু একই জমিতে মাছ ও ধান চাষ করতে হলে মাছ আহরণ করার সাথে সাথে বিলের পানি দ্রুত নিষ্কাশন করতে হবে যা প্রাকৃতিক উপায়ে সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায় স্বল্প সময়ে প্রাকৃতিক উপায়ে জলাবদ্ধ এলাকার পানি নিষ্কাশন প্রায় অসম্ভব। যান্ত্রিক উপায়ে পাম্প এর মাধ্যমে ভবদহ এলাকার পানি উঁচু করে ছেড়ে দিলে একদিকে যেমন জলাবদ্ধ এলাকার পানি হ্রাস পাবে সাথেসাথে "Upstream Flow Generation" এর মাধ্যমে ভাটির অংশের নদীতে Auto dredging হয়ে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে। সে ধারণা থেকেই যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে উদ্ভাবনী উদ্যোগ "Elevated Flow" গ্রহণ করা হয়। প্রায় ২ বছর যাবত এই কার্যক্রম চালু থাকায় ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা সীমিত আকারে নিরসন হয়েছে। হরি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। হরি নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির ফলে খুকশিয়া ও ভায়নার বিলের জলাবদ্ধতা নিরসন সহজতর হয়েছে। হরি নদীর লবণাক্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ভবদহ এলাকার চাষযোগ্য জমির আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুক্তেশ্বরী-টেকা-হরি নদীর সাথে সংযুক্ত বিল সমূহের ইকো-সিস্টেম অক্ষুন্ন রয়েছে। প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদন/আহরণ অক্ষুন্ন রয়েছে। পূর্ণ ক্ষমতার পাম্প চালু করা সম্ভব হলে এটাই হতে পারে ভবদাহ এলাকায় জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানের সহজ সমাধান। প্রস্তাবিত আইডিয়াটি ভবদহ এলাকার জন্য একটি স্বল্পব্যয়ে টেকসই সমাধান। আশার কথা হলো ইতিমধ্যে চারটি পাম্প স্থাপন করা হয়েছে (প্রতিটি ৩৫ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন)। সম্পূর্ণ জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য একই ক্ষমতার আরও ৬ টি পাম্প স্থাপন করা আবশ্যক। আশা করা যাচ্ছে Elevated flow চালু থাকলে আগামী বছর থেকে ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করবে না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের ৪৭ তম সভা অনুষ্ঠিত

পরিচালনা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, এমপি

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক ঃ

১৫ নভেম্বর ২০২২ পানি ভবনে পরিচালনা পরিষদের ৪৭তম সভা ৭২, গ্রীন রোডস্থ পানি ভবনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদ ফারুক, এমপি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় পরিষদের অন্যান্য সদস্যবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেনএকেএম এনামুল হক শামীম , এমপি ও উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; ফজলুর রশিদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; ড. নাছিমা আকতার, যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়; মো. জসিম উদ্দিন, যুগ্ম সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; লুবনা ইয়াসমিন, যুগ্ম সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; ড. মোঃ মোস্তফা আলী, অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়; ড. আব্দুল জব্বার, প্রো-ভিসি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মাসফিকুস সালেহীন, অধ্যাপক, আইডব্লিউএফএম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়; মীর সাজ্জাদ হোসেন, সাবেক সদস্য জেআরসি এবং প্রধান প্রকৌশলী, বাপাউবো; শাকিল আহমেদ, এফসিএ, সিএফও, রহিম আফরোজ; মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; অন্যান্য কর্মকর্তাগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এস, এম, অজিয়র রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মল্লিক সাঈদ মাহবুব, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মাহবুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; জিয়া উদ্দীন বেগ, পিইঞ্জ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সভার সভাপতি উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিবকে। তিনি শ্রদ্ধাভরে আরও স্মরণ করেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদদের। তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) আইন, ২০০০ এর ৮ নং ধারা অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান রেখে ১৪ (চৌদ্দ) সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়। আইনটি জারীর পর থেকে বিগত ১৯/০২/২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আইনের ১০(২) ধারায় প্রতি দুই মাস অন্তর পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিগত সভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাপাউবোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গ্রহণের জন্য অদ্যকার ৪৭তম সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক, বাপাউবো ফজলুর রশিদ, সভার শুরুতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান। অতঃপর সভার সভাপতি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সচিব, ওবায়দুল ইসলামকে পরিচালনা পরিষদের ৪৭তম সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ পরিষদে উপস্থাপনের অনুরোধ জানান। তদপ্রেক্ষিতে সচিব, সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

সভায় আলোচ্যসূচী অনুযায়ী উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর উপস্থিত সদস্যগণ দীর্ঘ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সবশেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মুন্সী এনামুল হক, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
সহকারী সম্পাদক : তাবিবুর রহমান বিপু, সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ইমেইল : dir.publicity@gmail.com, ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd